যুগান্তর

05 ... 2013

২০ ... ৪

শিক্ষক সমিতির সভাপতির বাসায় ককটেল বিস্ফোরণ

জাবি ভিসির বাসায় হামলা ভাংচুর

জাবি প্রতিনিধি

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারের বাসায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের বাসায় কয়েক দফায় ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এ সময় ভিসিবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম ভিসিকে পদত্যাগের জন্য ত্রিশ মিনিট সময় বেঁধে দেয়। সময় শেষ হওয়ার পর শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ভিসির সিদ্ধান্ত নিতে বাসার ভেতরে প্রবেশ করলেও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভিসির সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করতে পারেননি। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অজিত কুমার মজুমদার তার বাসায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় ভিসির জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে ৮টায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারের বাসায় দুর্বৃত্তরা ককটেল নিক্ষেপ করে। পরপর দুটি বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এতে বাসার জানালার কাচ ভেঙে যায় এবং ভেতরে ভাঙা কাচ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় অধ্যাপক অজিত কুমার বাসায় ছিলেন না। তার স্ত্রী নন্দিনী মজুমদার বাসায় ছিলেন। তিনি যুগান্তরকে জানান, আমি নিচের তলায় ছিলাম, হঠাৎ ভাংচুর : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

ভাংচুর : ভিসির বাসায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিকট শব্দে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। উপর তলায় উঠে দেখি জানালার কাচ ভাঙা। ঘটনার পরপর ভিসির বাসভবনের সামনে প্রায় দেড়শ' শিক্ষক জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানান। কিছুক্ষণ পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ' সাধারণ শিক্ষার্থী এ ঘটনার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এ সময় শিক্ষার্থীরা রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভিসির বাসভবনে গিয়ে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। পরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ভিসিকে এ ঘটনার দায় নিয়ে পদত্যাগ করার দাবি জানায়। তারা পদত্যাগের জন্য ভিসিকে আধা ঘণ্টা সময় দেন। তবে ভিসি এ ব্যাপারে কোনো জবাব দেননি। এর কিছুক্ষণ পর রাত ১১টার দিকে জাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেলের নেতৃত্বে একটি শিক্ষকবিরোধী মিছিল ভিসির বাসভবনের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। ফলে ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ভিসির বাসভবনের সামনে থেকে চলে যায়। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারী ঐক্য ফোরামের শিক্ষকরা ভিসির বাসভবনের সামনেই অবস্থান করছিলেন। আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদরুল আলম বলেন, আমরা লাল স্কচটেপ পেয়েছি, আর গ্লাস ভাঙার নমুনা দেখে মনে হচ্ছে এখানে বেশ শক্তিশালী দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মজিবুর রহমান প্রশাসনের ব্যর্থতা স্বীকার করে বলেন, তাকে হত্যার হুমকি দেয়ার পরও আমরা নিরাপত্তা দিতে পারিনি। এখন দুর্বৃত্তদের আমরা খুঁজে বের করব। এ বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক এম আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি বাসায় অবরুদ্ধ, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, তবে ঘটনার পর এ বিষয়ে আমি পুলিশসহ ঊর্ধ্বতন প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।